নীলদর্পণ নাটকের সংলাপ ঃ আলোচনা ও বিশ্লেষণ

সংলাপ নাটকের প্রকাশ মাধ্যম, নাটকের প্রাণ। সংলাপ নাটকীয় চরিত্রগুলিকে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে। বাস্তবানুগ সংলাপ জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টির যেমন সহায়ক তেমনি নাটকে গতিবেগ সঞ্চারের অনুকুল। সংলাপ আড়ষ্ট ও মন্থর হলে নাট্যরস সঞ্চারে বাধার সৃষ্টি হয়। সংলাপ আবেগ, জীবনের নানা ভাবমূর্তি প্রকাশে, চরিত্রানুগ সঙ্গতি রক্ষা করে রচিত হলে নাটক শিল্পসমৃদ্ধ হয়। সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যম ভাষা। দীনবন্ধুর সময়েও গদ্য সুনির্দিষ্ট ভাব প্রকাশক হয়ে ওঠেনি। তাই দীনবন্ধু নাট্যসংলাপ রচনায় কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। এই দ্বিধার কারণেই তিনি সমাজের দুটি স্তরের মানুষের সংলাপ রচনায় দুটি ধারার প্রবর্তনা ঘটিয়েছেন। নাটকের উচ্চশ্রেণীর চরিত্রগুলি, সামান্য আলোকপ্রাপ্ত বিধায় তাঁদের মুখে সমকালীন সন্ধি-সমাসবহুল সাধু গদ্য ভাষার প্রয়োগ করেছেন। আর দরিদ্র নিরক্ষর রায়তদের মুখে আঞ্চলিক দোষদুষ্ট অমার্জিত গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। বসু পরিবার এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে স্বল্প শিক্ষিত সাধুচরণ তৎকালে প্রচলিত সাহিত্যিক গদ্য রচনায় ব্যবহৃত সংস্কৃত ঘেঁষা সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন, যা কোন অঞ্চলেরই সজীব মুখের ভাষা নয়। যেমন—

নবীন। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবী। তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মেও হয় নাই—হা বিধাতঃ। (১/৩)

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ তোমাকে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে। আমার কপালে এত যাতনা প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখিতে হলো.....। (৩/২)

সাধুচরণ। নীলকর নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড়বাবু আপনার পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্বাপিত করিলেন। (৪/৩) বিকৃত মস্তিষ্ক সাবিত্রী পুত্রবধু সরলতাকে গলা টিপে হত্যা করার পর সরলতার স্বামী বিন্দুমাধব মাকে সম্বোধন করে বলেছে, "আপনার যদি এক্ষণে শোকদুঃখ বিস্মারিকা ক্ষিপ্তপর অপগম হয়, তবে আপনিও সরলতা বধজনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন।"(৫/৪)

এই কৃত্রিম সাধুভাষা ব্যবহারের ফলে, সাহিত্যের সত্যকে যথার্থভাবে প্রকাশ করা যায়নি। ফলে বসু পরিবারের মর্মান্তিক পরিণাম আমাদের মনকে কোনভাবেই প্রভাবিত করেনি।

অথচ ভদ্রেতর চরিত্রগুলির সংলাপ অনেকটা বাস্তবোচিত হওয়ায় চরিত্রগুলিও জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। তোরাপ, আদুরী, ক্ষেত্রমণি, রাইচরণ প্রভৃতির নাট্যসংলাপ অনেকটা বস্তুনিষ্ঠ ও সজীব। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় দীনবন্ধুর ভাষার বাস্তবধর্মের জন্য একটা আস্ত তোরাপ.....আদুরী ও ক্ষেত্রমণিকে পেয়েছি। দৃঢ়চেতা তোরাপ গোলোক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না। এজন্য তাকে বেগুনবেড়ের কুঠিতে অন্যান্য রায়তদের সঙ্গে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উড সাহেবের শ্যামচাঁদের আঘাতে সকলেই জর্জরিত, কেউ বা সাহেবের 'প্যারেক মারা' জুতোর আঘাতে রক্তাক্ত। তোরাপ এ সব অভিজ্ঞতার কথা শুনে বলেছে, 'সমিন্দিরে অ্যাকবার ভাতারমারির মাটে পাই, এমনি বাপ্পোর ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়য়ে দেই, ওর গ্যাডম্যাড করা হের ভেতর দে বার করি'। এই ভাষা রুচির দিক থেকে আপত্তিকর বোধ হলেও গ্রাম্য চাষার প্রাণের ভাষা। তোরাপ পল্লীবাংলার রায়ত সমাজের প্রতিনিধি।

আদুরী বর্ষীয়সী পরিচারিকা। তার স্থুল গ্রাম্য পরিহাস শালীনতার গণ্ডী মেনে চলে নি। একে রুচির দোহাই দিয়ে নিন্দা করলে, বাস্তবজীবন বোধের পরিচায়ক হোত না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "কাটা আদুরীকে' পেতাম। সৈরিন্ধ্রী রান্নাঘরের ডানদিকে গেলে, সে ভিন্নার্থে সেটিকে গ্রহণ করে বলেছে, 'মুই ভাল হতে গ্যালাম ক্যান। মোপার কপালের দোষ। ক্ষেত্রমণিকে ছোট সাহেবের কুঠিতে নিয়ে যাবার কথা শুনে আদুরী বলেছে, "থু, থু, থু, গোন্দো। প্যাজির গোন্দো। সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি। থু, থু,! আদুরীর এই ভাষা গ্রাম জীবন থেকে স্বতোৎসারিত নিখাদ জীবনবোধের নিবিড়তায় দর্শক, পাঠকের মনকে সহজেই স্পর্শ করেছে। 'নীল-দর্পণ নাটকে' দীনবন্ধু মিত্র ব্যবহৃত ভাষা কোন বিশেষ জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু তাঁর নাট্যসংলাপ নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলিকে জীবন্ত ও স্বাভাবিক করে তুলতে সাহায্য করেছে।